প্রবাল-পুরী

ন. স.

য়ান পাব্‌লিশিং হাউস
২২।১, কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা

নান্‌কু ঝাড়ুদারের ছেলে।

বয়স তা'র পনেরো, লেখাপড়া যদিও কিছু শেখেনি, নিজের কাজে সে খুব পাকা। কিন্তু সকলের চেয়ে বেশী কাজ কর্‌লেও সর্দ্দার তা'কে মোটেই দেখ্‌তে পার্‌ত না। সে বড় চঞ্চল—এই তার দোষ।

একদিন ভোর না হ'তেই সর্দ্দার নান্‌কুকে ঘুমের ভেতর কান ধ'রে টেনে তুল্‌ল। তারপর সে তাড়াতাড়ি একটা গাধার পিঠে চ'ড়ে রওনা হ'ল। ঝাড়ু গাছটা তুলে নান্‌কুও চোখ রগ্‌ড়াতে রগ্‌ড়াতে পিছনে পিছনে হেঁটে চল্‌ল।

নান্‌কুকে একটা বাড়ী দেখিয়ে দিয়ে সর্দ্দার অন্য কাজে গেল। নান্‌কু সেই বাড়ীর দরজায় ঘা দিতেই ঝি এসে বাড়ীর ফটক খুলে দিল। নান্‌কুকে কাজের কথা ব'লে ঝি কলতলায় বাসন মাজ্‌তে গেল।

নান্‌কু সেই বাড়ীর ভিতর ঢুকে কাজ কর্‌তে লেগে গেল। এ ঘর ও ঘর ক'রে ক্রমেই তার কাজ এগিয়ে চল্‌ল এবং পাশের একটা ঘর খোলা দেখে ভিতরে ঢুকে পড়্‌ল। ভাব্‌ল, এটাও বোধহয় ঝাড়-পোছ দিতে হবে।

নান্‌কু চতুর্দ্দিকে তাকিয়ে ঘরের আসবাব-পত্র সাজ-সজ্জা দেখে অবাক্। এমন ভালো জিনিষ-পত্র সে আর কোথাও দেখেনি। যে দিকে তাকায়, সে দিকেই যেন তা'র চোখ ঝল্‌সে যায়। ঘরের এক পাশে পালঙ্কের উপর ধব্‌ধবে বিছানায় একটি মেয়ে ঘুমিয়ে আছে; দুধে-

আলতায় মিশানো তার গায়ের রং ; মাথায় এক রাশি সোনালি চুল ; মুখখানা হাসিতে ঢল ঢল। রূপের ছটায় চারদিকে যেন স্বর্গীয় জ্যোতি ছড়িয়ে পড়েছে।
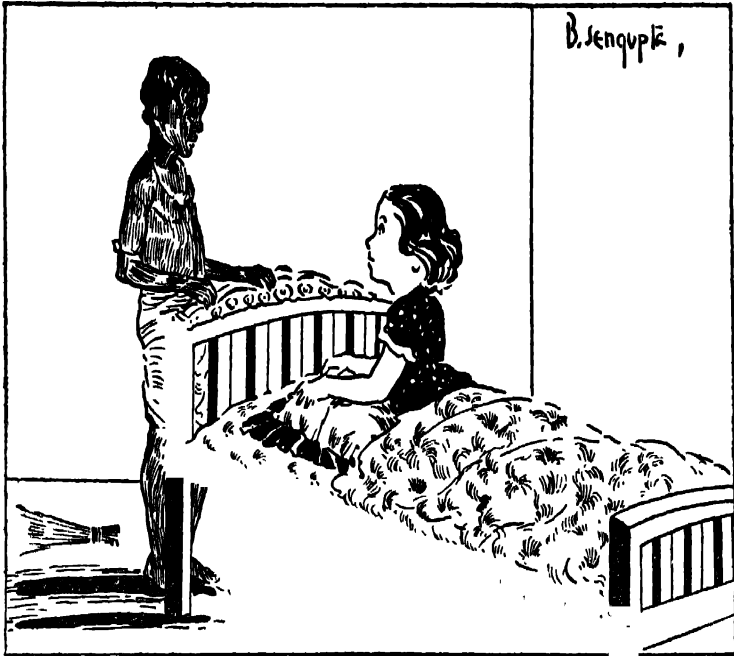
মেয়েটি অবাক্ হ'য়ে দেখছে

নান্কুর ঝাড়ুগাছটা মেজের উপর প'ড়ে শব্দ হ'তেই সেই মেয়েটির ঘুম ভেঙ্গে গেল। নান্কু মেয়েটির দিকে অবাক্ হ'য়ে তাকিয়ে ছিল। একটু পরে মেয়েটি পিছন

ফিরে তাকিয়েই দেখ্‌ল, ভূতের মতো কালি-মাখানো বিকট চেহারার একটা লোক তার শিয়রে দাঁড়িয়ে হাঁ ক'রে তা'র মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, যেন তা'কে গিলে ফেল্‌বার মতলব।

মেয়েটি দিদিমার কাছে রাক্ষসের অনেক গল্প শুনে-ছিল। নান্‌কুকে দেখে সে ভাব্‌ল, এ নিশ্চয়ই কোনো রাক্ষস তাকে আস্ত গিলে ফেল্‌তে এসেছে। মেয়েটি গায়ের র‍্যাপারখানা মুখের উপর টেনে দিলে। তারপর সেখানা সরিয়ে ফেলে জোরে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল।

চীৎকার শুনে পাশের ঘর থেকে ঝি ছুটে এসে দেখ্‌ল, একটা ভূতের মত লোক ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটে পালাচ্ছে। 'চোর, চোর' ব'লে চেঁচাতেই বাড়ির সমস্ত লোক এসে জড়ো হ'ল। নান্‌কুও ব্যাপার গুরুতর বুঝে ঘর থেকে বেরিয়ে আঙ্গিনা পার হ'য়ে দেয়াল টপ্‌কে বেদম ছুট্‌তে লাগ্‌ল। সে বুঝ্‌ল, এবার ধরা পড়্‌লে এতগুলি লোকের কিল-ঘুসির বহর এক সঙ্গে তার পিঠে পড়্‌বে, আর তার প্রাণটা খাঁচা-ছাড়া হবে। কাজেই সে প্রাণপণ ছুট্‌তে লাগ্‌ল।

নান্‌কু এপথ ওপথ ধ'রে ছুটোছুটি ক'রেও লোকগুলির চোখে ধুলো দিতে পার্‌ল না। শেষটায় সে একটা উঁচু টিপির উপর দিয়ে ছুট্‌তে লাগ্‌ল। পেছনের লোকগুলি

প্রাণপণে ছুটতে লাগ্‌ল

ক্রমেই নান্‌কুর কাছে এসে পড়্‌ল। আর একটু এগিয়ে এলেই তা'রা নান্‌কুকে ধ'রে ফেল্‌বে। টিপির শেষে এসে সে একেবারে হতাশ হ'য়ে পড়্‌ল। নীচেই ব'য়ে যাচ্ছে একটা নদী, ছুটে পালাবার পথ নেই। নিরুপায়

হ'য়ে নান্‌কু সেই টিপির উপর থেকে নদীর জলে লাফিয়ে পড়্‌ল।

বর্ষাকাল, কূলে কূলে ভরা নদী। ফোঁস ফোঁস শব্দে ঢেউয়ের হাজারো ফণা এক সঙ্গে মেতে উঠেছে; এমন সময় ঝপাং শব্দে নান্‌কু তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়্‌তেই ঢেউগুলির ক্রোধ যেন আরও শতগুণ বেড়ে উঠ্‌ল। নান্‌কুকে ঢেউয়ের দোলায় নাচিয়ে কোথায় যেন নিয়ে গেল।

জলে লাফিয়ে পড়্‌ল

[২]

নান্‌কু কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল সে জানে না ; জেগে দেখ্‌ল, জলের নীচে সে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে। তা'র শরীর মাত্র হাতখানেক লম্বা। এখন সে আর পূর্ব্বের সেই নান্‌কু নেই। পরীরা তাকে জল-কুমার ক'রে দিয়েছে।

পূর্ব্বের দুঃখ-কষ্টের কোনো কথাই নান্‌কুর আর মনে ছিল না—সবই ভুলে গিছ্‌ল। স্বচ্ছ জলের ভেতর ঘুরে নূতন নূতন জিনিষ দেখে তা'র দিন এখন বেশ আমোদেই কেটে যাচ্ছে। সেখানে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপ অথবা শীতের কন্‌কনে কাঁপুনি কিছুরই উৎপাত নেই ;—যেন চির বসন্ত বিরাজিত !

নান্‌কু এক জায়গায় দেখ্‌তে পেলে, জলের ভেতর প্রকাণ্ড এক বন ! চারিদিক ফুলে ফুলময় ! গাছে গাছে কত রং-বেরংয়ের ফুল ফুটে রয়েছে, গুণে শেষ করা যায় না।

ছোট ছোট কতক-
গুলি অদ্ভুত রকমের
জীব আট হাত দিয়ে
গাছের পাকা ফলগুলি
খেয়ে শেষ করছে।
একটা ফল পেতে
নান্কুর ভারি লোভ
হ'ল, কিন্তু ভয়ে সে
চাইতে পারল না।
পাশেই দেখ্‌ল, তার
মতই ছোট্ট একটি
মানুষ একটা চাকা
ঘোরাচ্ছে এবং ভেতর
থেকে একটা একটা
ক'রে গাদা গাদা ইট
বেরিয়ে আস্‌ছে।
সেগুলি গেঁথে দিব্যি
প্রবালের মত মজবুত
দেয়াল তৈরী হ'চ্ছে।

নান্কু জলকুমার হয়েছে

ছোট মানুষটির সাথে কথা বল্‌তে নান্‌কুর খুবই ইচ্ছে হ'ল, কাজেই আস্তে আস্তে তার পাশ ঘেঁসে জিজ্ঞেস করল, 'কি কর্‌ছ, ভায়া ?'

লোকটা কিছুই উত্তর দিল না, যেমন কাজ ক'রে যাচ্ছিল, তেমনই ক'রে যেতে লাগ্‌ল। নান্‌কু কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও যখন কোনো উত্তর পেল না, তখন ক্ষুণ্ণ হ'য়ে সেখান থেকে স'রে পড়্‌ল।

জলের পোকা-মাকড়, গাছ-পালা, জীব-জন্তু—সকলেই কথা বল্‌তে পারে—কিন্তু সে মানুষের ভাষা নয়। তা'রা কি বলে, নান্‌কু প্রথম প্রথম কিছুই বুঝ্‌ত না, কিছু বল্‌লে সে হাঁ ক'রে তা'দের মুখের দিকে চেয়ে থাক্‌ত। কিছু দিন যেতেই তা'দের ভাষা সে বেশ আয়ত্ত ক'রে নিলে। কিন্তু দুষ্টুমি না ক'রে সে থাক্‌তে পার্‌ত না। ছোট ছোট জীব ও পোকা-মাকড়দের সে নানারূপ কষ্ট দিতে লাগ্‌ল।

কিছু দিনের মধ্যেই ছোট ছোট জীবজন্তুগুলি নান্‌কুর ভয়ে অস্থির হ'য়ে উঠ্‌ল, এবং তা'কে আস্‌তে দেখ্‌লেই সকলে ভয়ে বাসায় পালিয়ে যেত।

নান্‌কু এখন একা, খেলার সাথী কেউ নেই। একটা কথা বল্‌বার জন্যেও কাউকে খুঁজে পায় না, সকলেই তা'কে এড়িয়ে চলে। এমন ভাবে একা একা ঘুরে তা'র কিছুই ভালো লাগে না; যেন সমাজ হ'তে বহিষ্কৃতও একঘরে হ'য়ে আছে, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই। একেবারে একা।

নান্‌কুর এ অবস্থা দেখে পরীদের ভয়ানক কষ্ট হ'তে লাগ্‌ল। তা'দের ইচ্ছে হ'ল, নান্‌কুকে তাদের কাছে নিয়ে এসে কি ক'রে অন্য সব জীব-জন্তুর সঙ্গে ভালো ব্যবহার ক'রে সন্তুষ্ট রাখ্‌তে হয় তা' শিখিয়ে দেয়। কিন্তু পরীরাণী তা'দের ব'লে দিলেন, 'খবরদার, নান্‌কুকে তোমরা কেউ এন না।'

'তা হ'লে সে ভাল হবে কি ক'রে ?'—

অন্য পরীরা জিজ্ঞেস কর্‌ল।

'সে নিজেই নিজেকে সংশোধন ক'রে নিতে পার্‌বে!' এ সব কাজ খারাপ—এই ভেবে যখন তা'র অনুতাপ আস্‌বে, তখুনি কি কর্‌লে ভালো হওয়া যায়, এই চেষ্টায় লেগে পড়্‌বে এবং আস্তে আস্তে ভাল হ'য়ে উঠ্‌বে।'

নান্‌কু ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে এক বিলের ধারে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। সেখানে ট্রট মাছেই ভর্ত্তি। নান্‌কু ছোট ছোট ট্রট মাছগুলিকে ধর্‌তে যাচ্ছে দেখে একটা বড় ট্রট তা'র
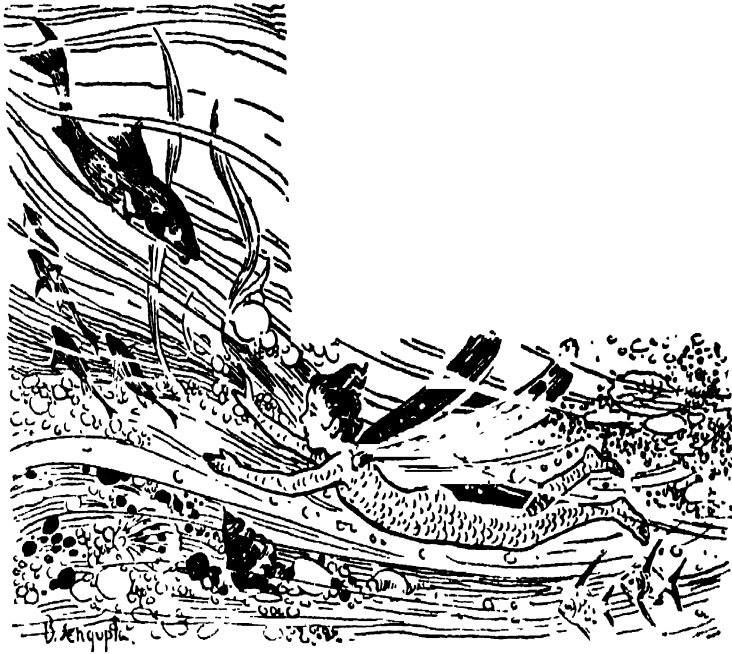
মাছ ধর্‌তে যাচ্ছে

দিকে ছুটে এল। এখানেও বেশী সুবিধা হবে না দেখে সে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে স'রে পড়্‌ল।

রাস্তায় আস্‌তে আস্‌তে সে দেখ্‌তে পেল, একটা

কদাকার জীব পাশে ব'সে আছে। তার দু'টা পা, পেটটা বলের মত গোল, মাথাটা গাধার মতো, তাতে চোখ দুটোই আগে নজরে পড়ে—বেশ বড় বড় উজ্জ্বল।

নান্কু টিপ্পনি কেটে জিজ্ঞেস কর্‌ল, 'এমন সুপুরুষ! তুমি আবার কোন্ আকাশ থেকে নেমে এলে, চাঁদ? মর্‌বার কোথাও যায়গা হ'ল না বুঝি'—এই ব'লে সে খুব জোরে হেসে উঠ্‌ল।

এর মধ্যে তা'র দলের আরও অনেকগুলি এসে নান্কুকে বেশ ক'রে চেপে ধর্‌ল। নান্কু এতগুলির হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া অসম্ভব দেখে নিরুপায় হ'য়ে ব'লে উঠ্‌ল, 'আমাকে ছেড়ে দাও, আমি যাই; আর কখনও অমন কর্‌ব না'।

'মানুষকে বিশ্বাস নেই, নাকে খত দাও, তবে ছাড়্‌ছি; আমি তো আগে তোমায় কিছু করিনি; শান্তিতে মর্‌ছিলাম, তুমিই এসে বাধা দিয়েছ।'

'এই নাকে খত দিচ্ছি!'—এই ব'লে নান্কু তাড়াতাড়ি খত দিয়ে ফেল্‌তেই সকলে তা'কে ছেড়ে চ'লে গেল।

নান্‌কু একটা হাঁফ ছেড়ে আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞেস করল,—'তুমি মর্‌তে চাচ্ছিলে কেন?'

'আমার ভাই-বোনরা সকলেই ম'রে সুন্দর সুন্দর প্রাণী হয়েছে; তা'দের পাখা আছে। তা'রা কেমন মজা ক'রে আকাশে উড়ে বেড়ায়, কাজেই আমিও ম'রে তাদের মত হ'ব।'

'কি ক'রে মর্‌বে?'

'এই দেখনা।' ব'লেই সেই প্রাণীটি ফুল্‌তে আরম্ভ কর্‌ল; ফুল্‌তে ফুল্‌তে হঠাৎ পেটটি ফেটে যেতেই তা'র ভেতর থেকে একটা খুব সুন্দর প্রাণী বেরিয়ে এল।

প্রাণীটা প্রথমে খুব দুর্ব্বল মনে হ'ল, কিন্তু একটু পরেই সে বেশ সবল হ'য়ে উঠ্‌ল। শরীরটা লাল, নীল, হল্‌দে নানা রংএর ফোটা ফোটা, পেছনে চারটি পাখা উঠেছে, তা'দের রংও ঐরূপ। চোখ দুটা খুব বড় বড়—যেন দু'খানা হীরক জ্বল্‌ছে!

নান্‌কু বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—তুমি এমন সুন্দর প্রাণী হয়েছ!'

এই কথা ব'লেই সে একখানা হাত বাড়িয়ে তাকে ধর্‌তে গেল।

প্রাণীটা টপ্‌ ক'রে একটু উপরে গিয়ে বল্‌ল—'তুমি আর আমায় ধর্‌তে পার্‌বে না, আমি এখন ঝিল্লি-ফড়িং হয়েছি ; এখন থেকে আকাশে ঘুরে ঘুরে সুন্দর সুন্দর জিনিষ দেখ্‌ব আর পোকা-মাকড় ধ'রে খাব।'—এই ব'লে সে আকাশে উঠে পড়্‌ল।

নান্‌কু চেঁচিয়ে উঠ্‌ল,—'চ'লে এস, চ'লে এস, যেও না। আমি আর তোমাকে ধর্‌তে যাব না! আমি বড় একা, আমার খেলার সাথী কেউ নেই। আমার সঙ্গে খেল্‌বে এস, ফিরে এস।'

'তোমার খেলার সাথী নেই, তা'তে আমার কি? তুমি এখানে অপেক্ষা কর, আমি ঘুরে আসি। তারপর কি কি দেখ্‌লুম্‌ তোমাকে সব বল্‌ব'খন। এই কথা ব'লে ঝিল্লি-ফড়িং ফট্‌ ফট্‌ ক'রে এক দিকে উড়ে গেল।

একদিন নানকু ও তা'র বন্ধু ঝিল্লি-ফড়িং একটা পদ্ম-

পাতার উপর ব'সে উই-পোকার নাচ দেখ্‌তে লাগ্‌ল। ঝিল্লি-ফড়িং নাচ দেখ্‌তে দেখ্‌তে মাঝে মাঝে উড়ে গিয়ে কয়েকটা ক'রে উই পোকা ধ'রে এনে পেট ঠাণ্ডা করতে লাগ্‌ল। এমন সময় নান্‌কু জলের ভেতর একটা শব্দ শুনে চম্‌কে উঠ্‌ল। চেয়ে দেখে, কতকগুলি কি যেন জলের উপর দিয়ে ভেসে তা'দের দিকেই আস্‌ছে। নান্‌কু ঝিল্লি-ফড়িংকে
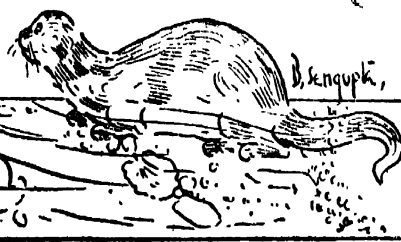
পদ্মবনে ঢুকে পড়্‌ল

জিজ্ঞেস করতেই সে ব'লে উঠ্‌ল— 'সর্ব্বনাশ! এগুলি ভোঁদড়! শীঘ্র পালিয়ে যাও, তা না হ'লে এখনই খেয়ে ফেল্‌বে। এই কথা ব'লে সে তক্ষুণি উড়ে সেখান

থেকে স'রে পড়্ল। নান্কু আর কোনো উপায় না দেখে তাড়াতাড়ি পদ্ম-বনের ভেতর ঢুকে পড়্ল।

একদিন খুব বৃষ্টি হ'য়ে যেতেই নান্কু দেখ্তে পেল, দলে দলে নানা রকমের মাছ স্রোতের জলে ভেসে

মাছের সঙ্গে খেলা

চলেছে। নান্কু একজনকে জিজ্ঞেস কর্তেই সে ব'লে উঠল—সমুদ্রে জল হয়েছে কিনা, তাই সবাই আমোদ কর্তে চলেছি। তুমি যাবে না? আমার সঙ্গীরা সব চ'লে যাচ্ছে, আমি চল্লুম।—এই কথা ব'লে সে তাড়াতাড়ি

সেখান থেকে ছুটে চল্‌ল সঙ্গীদের ধর্‌বার জন্যে। নান্‌কুও তাড়াতাড়ি সমুদ্রে দেখ্‌তে বেরিয়ে পড়্‌ল।

নদীর মোহনার কাছে গিয়েই সে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল, সমুদ্র এত বড়! এর যে কূল-কিনারা কিছুই দেখা যাচ্ছে না! সে ভাব্‌তেও পার্‌ল না, তাহ'লে না-জানি পৃথিবী কত বড়! সে কোথায় প'ড়ে ছিল এক অপ্রশস্ত নদীর ভিতর। সমুদ্রের তুলনায় তা' অতি সামান্য। এখানে লাল, নীল, হল্‌দে কত রং-বেরং-এর মাছ, জীব, জন্তু আনন্দে এধার-ওধার ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে, তা'রা না জানি কত আনন্দে দিন কাটাচ্ছে! নান্‌কু যদি তা'দের সঙ্গে মিশে এমন ভাবে খেলা কর্‌তে পার্‌ত, তাহ'লে কতই না সুখী হ'ত। কিন্তু এদের ভিতর নান্‌কুর মত তো কেউ নেই, তা'কে তা'রা দলে নিতেই বা চাইবে কেন? নান্‌কুর ইচ্ছে হ'ল, সাম্‌নে এগিয়ে দেখে আরও কি আছে। কিন্তু ভয় হ'ল, যদি সে রাস্তা ভুলে অন্য দিকে চ'লে যায়, ফিরে আস্‌তে না পারে, তাহ'লে সেমন মাছ তাকে দেখ্‌তে পেলে তো আর রক্ষা থাক্‌বে না।

এই ভয়ে সে কাছেই এদিক-ওদিক ঘুরে সব দেখ্‌তে লাগ্‌ল।

সমস্ত দিন ছুটোছুটি করায় নান্‌কু খুব ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিল, তাই সন্ধ্যা হ'তেই একটা ভালো জায়গা খুঁজে ঘুমিয়ে পড়্‌ল।

নান্‌কু যখন জেগে উঠ্‌ল, তখন ভোর হ'য়ে গেছে। প্রভাতের সোনালি আভায় চারদিক ভ'রে উঠেছে। নান্‌কু দেখ্‌তে পেল, সাম্‌নেই প্রকাণ্ড একটা বন। সেই বনের ভিতর কি চমৎকার রঙের বাহার! লাল, নীল, সবুজ, হল্‌দে রং-বেরং-এর প্রবাল সেখানে পাথরের বাসা বেঁধে আছে। আর চতুর্দ্দিকে নানা বর্ণের গাছ-পালা; তা'র ভিতরে রং-বেরং-এর মাছ খেলে বেড়াচ্ছে। সেই মৎস্য-কুলের শোভা কি অপূর্ব্ব! যদিও তাতে কোনো গন্ধ নেই—কিন্তু সবই জীবন্ত! ওরা নাকের ছিদ্র দিয়ে গিলে ছোট ছোট জিনিষ খেয়ে ফেলে!

নান্‌কু বুঝ্‌ল, এই প্রবালের দেশে অনেক পরী বাস করে। তা'দের গায়ের রং, চুল, ওড়্‌না ও সাড়ীর বাহার

না-কি স্বর্গের অপ্সরীদেরই মতো সুন্দর! নান্‌কু এসব ভাব্‌ছে, এমন সময় হঠাৎ একটা শব্দ শুনে সে চম্‌কে উঠে পাশে তাকিয়ে দেখ্‌ল, প্রকাণ্ড একদল মাছ! তা'দের সমস্ত শরীর শাদা দুধের মতো ধব্‌ ধব্‌ কর্‌ছে। মাছগুলি আস্তে আস্তে সে দিকেই এগিয়ে আস্‌ছে দেখে তা'র ভয়ানক ভয় হ'ল; ভাব্‌ল, নিশ্চয়ই এগুলি সেমন মাছ, আমাকে দেখ্‌তে পেয়ে খেতে আস্‌ছে। সে ভয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে ভাব্‌তে লাগ্‌ল, কি কুক্ষণেই না-জানি সমুদ্র দেখ্‌তে রওনা হয়েছিলাম, এখনি জন্মের মত সে সাধ মিটে যাবে।

বড় সেমনটা নান্‌কুর কাছে এসে বল্‌লে—তুমি এখানে কি চাও?

নান্‌কু চীৎকার ক'রে বল্‌লে—আমাকে মেরে ফেলো না, কেবল সমুদ্র দেখ্‌তে এসেছি।

—তুমি বুঝি ভয় পেয়েছ? ক্ষমা কর, আমরা তোমার কিছু অনিষ্ট কর্‌ব না। জলকুমার বড় বিশ্বস্ত। তা'র পরিচয় আমরা ঢের পেয়েছি। একজন জলপরী আমাকে

এক বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিল, সে কথা জীবনে আমি ভুল্‌তে পার্‌ব না। তাই তোমার সঙ্গে একটু আলাপ কর্‌তে এলাম। তুমি কোথায় থাক ?

সেমনের মিষ্টি কথাবার্ত্তা শুনে নান্‌কুর ভয় ভেঙ্গে গেল। সে বল্‌লে—নদীতে। এখানে আরও জলপরী আছে না-কি ?

সেমন এবার বল্‌লে—হাঁ; অনেক। নদীতে বুঝি নেই ?

নান্‌কু বল্‌লে—না।

—তাহ'লে তুমি খেলা কর্‌তে কা'দের সঙ্গে ? এসব অসভ্যদের সঙ্গে ? তাহ'লে বড় কষ্টে তো তোমার দিন কেটেছে। এদিকটা ঘুরে এস জল-পরীর দেখা পাবে। আমরা একটু কাজে বেরিয়েছি। ঘুরে এসে আবার তোমার সঙ্গে গল্প কর্‌ব, দূরে কোথাও চ'লে যেও না।

একথা ব'লে সেমনগুলি সেখান থেকে চ'লে গেল। এদিক-ওদিক ঘুরে নূতন নূতন জিনিষ দেখে নান্‌কুরও আনন্দে সময় কাট্‌তে লাগ্‌ল।

নান্‌কু যে বাড়ীতে কাজ কর্‌তে গিয়ে শেষে পালিয়ে এসেছিল, সেই বাড়ীর মেয়েটির নাম গৌরী। কিছুদিন হ'ল, গৌরী সমুদ্রের ধারে বেড়াতে এসেছিল। একদিন গৌরী দাদার সঙ্গে সমুদ্রের ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর তা'র দাদা গৌরীকে এটা-ওটা দেখাচ্ছে। ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে তা'রা এক জায়গায় এসে দেখ্‌তে পেল, কয়েক জন জেলে জাল ফেলে মাছ ধর্‌ছে। দেখে গৌরী সেখানে দাঁড়াল।

জেলে যে জায়গায় জাল ফেলেছিল, ঠিক তা'রই নীচে নান্‌কু দিবানিদ্রা উপভোগ কর্‌ছিল। হঠাৎ একটা শব্দ হওয়ায় নান্‌কুর ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ মেলে চেয়ে দেখে, জালের ভেতর সে আট্‌কা পড়েছে। নান্‌কু জাল থেকে বেরুবার জন্যে অনেক চেষ্টা কর্‌লে, কিন্তু কোনো দিক দিয়েই বেরুবার ফাঁক পেলে না।

জেলেরা জালের রশি টান্‌তেই বেশ একটু জোর
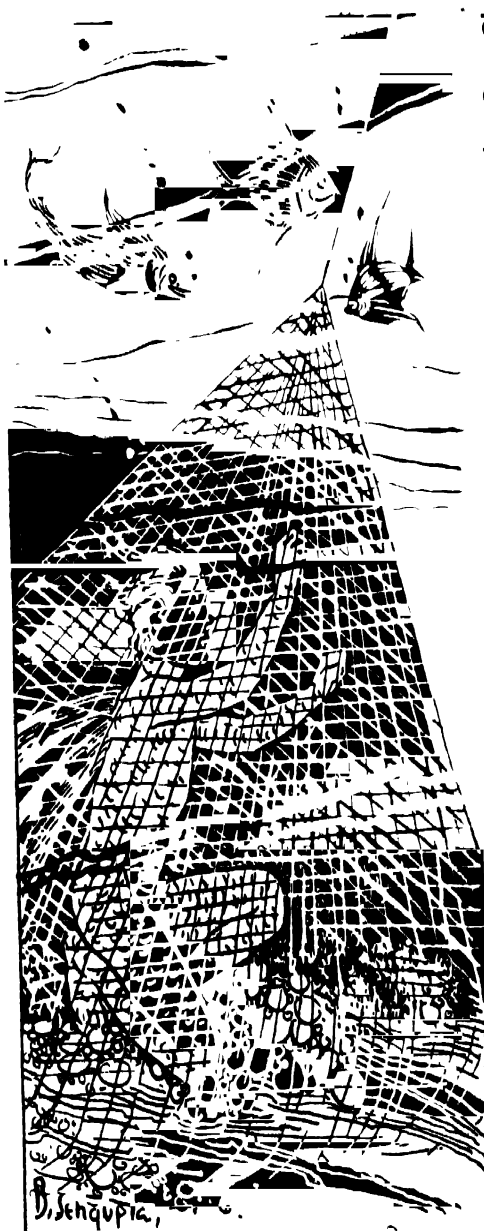
জালে আট্‌কে রইল

লাগ্‌ছে দেখে ভাব্‌ল, এবার নিশ্চয়ই একটা বড় মাছ আট্‌কা পড়েছে। তাই সাব-ধানে তা'রা জাল গুটোতে লাগ্‌ল।

জাল গুটিয়ে উপরে তুল্‌তেই তা'রা সকলে আশ্চর্য্য হ'য়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—'একি! এতো মাছ নয়—এ যে অনেকটা মানুষের মতো দেখ্‌তে! এ নিশ্চয়ই কোনো দেবতা চক্রান্ত ক'রে প্রাণী-হত্যার অপ-রাধে আমাদিগকে শাস্তি দিতে এসেছেন। একে ছেড়ে দাও, নইলে অকল্যাণ হবে।'

এই কথা ব'লে জেলেরা নান্‌কুকে জাল থেকে ছাড়িয়ে তাড়াতাড়ি আল্‌গা ক'রে দিলে।

গৌরী জল-পরীদের কথা বইয়ে অনেক পড়েছিল। সে বুঝ্‌তে পার্‌ল, এ নিশ্চয়ই কোনো জলপরী অথবা জল-দেবতা, তাই সে জেলেদের উদ্দেশ ক'রে ব'লে উঠ্‌ল—একে ছেড় না—আমাকে দাও, আমাকে দাও। এই কথা ব'লে ছুটে কাছে আস্‌তেই নান্‌কু তাড়াতাড়ি লাফিয়ে জলে প'ড়ে ছুট্‌ দিল। গৌরীও তাকে ধর্‌তে গিয়ে তাল সাম্‌লাতে না পেরে জলে প'ড়ে গেল আর সাঁতার না জানার দরুণ নীচে তলিয়ে যেতে লাগ্‌ল।

গৌরী তলিয়ে যাচ্ছে দেখে তা'র দাদা গৌরীকে উদ্ধার কর্‌বার জন্যে জেলেদের নিকট কাকুতি-মিনতি কর্‌তে লাগ্‌ল। জলের ভয়ানক পাক দেখে জেলেরাও ইতস্ততঃ কর্‌তে লাগ্‌ল।

একটি বালিকা এমন ভাবে মারা যায় দেখে, তা'দের ভেতর সকলের চেয়ে সাহসী লোকটি ভগবানের নাম স্মরণ

ক'রে তাড়াতাড়ি ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল এবং অন্য সকলে নৌকা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে যেতে লাগ্‌ল।

এরি মধ্যে গৌরী অনেকটা দূরে গিয়ে পড়েছিল। অনেক কষ্টে ছেলেটি গৌরীকে অজ্ঞান অবস্থায় নৌকোয় তুল্‌ল। তখন সেও প্রায় জ্ঞানহীন। জেলেটি একটু পরেই ভালো হ'য়ে উঠ্‌ল। নৌকো কিনারায় আস্‌লে সকলে গৌরীকে তা'দের বাসায় পোঁছে দিয়ে এল।

ডাক্তার কবিরাজ এসে অনেক রকম ব্যবস্থা কর্‌ল, কিন্তু কিছুতেই গৌরীর চেতনা ফিরিয়ে আন্‌তে পার্‌ল, না। চব্বিশ ঘণ্টা নানারূপ চেষ্টায় কেউ কৃতকার্য্য হ'ল না দেখে সকলেই গৌরীর জীবনের আশা ছেড়ে দিল।

ঠিক সে সময় কোথা থেকে পরীরা এসে গৌরীর প্রাণটি নিয়ে মাঠ, বন, পাহাড়, নদী, সমুদ্রের উপর দিয়ে কোথায় চ'লে গেল কেউ তা' দেখ্‌তে বা জান্‌তেও পার্‌ল না।

দুপুর রাতে বুকফাটা ক্রন্দনের ভিতর হ'তে জনকতক

লোক গৌরীর প্রাণহীন দেহটি তুলে নিয়ে শ্মশানে পুড়িয়ে ছাই ক'রে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দিয়ে এল। গৌরী বল্‌তে কিছুই রইল না। সব শেষ হ'য়ে গেল। স্মৃতি দিনকতক উঁকিঝুঁকি মেরে পরে তা'ও মিলিয়ে গেল। এবার সব শেষ!

[৫]

নান্‌কু জেলেদের হাত হ'তে রক্ষা পেয়ে জলের ভেতর দিয়ে কেবল ছুট্‌ছে আর ছুট্‌ছে। জালের ভেতর আবার আট্‌কা পড়ে—এই ভয়ে সে নিঃশ্বাস ফেল্‌বারও অবসর পেলে না। কেবল সাম্‌নের দিকে এগিয়েই চল্‌ছে আর চল্‌ছে, বিরাম নেই। ছুট্‌তে ছুট্‌তে সাম্‌নে একটা গোল খাঁচা দেখে সে থেমে পড়্‌ল, ভেতরে একটু নজর ক'রে চেয়ে দেখ্‌তেই সে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল, ভেতরে তা'র বন্ধু গল্‌দাচিংড়ী ব'সে আছে। নান্‌কু কাছে এগিয়ে জিজ্ঞেস্ করল—এর ভেতর আট্‌কা পড়্‌লে কিসে?

—একটা পচা, শুকনো মাছ ভেতরে ছিল, সেটা খাবার লোভে।

—মাছ তো খাওয়া হ'ল। এখন বেরিয়ে এস না?

—এ পচা মাছ কে খায়? বাইরে থেকে ভালো গন্ধ পেয়ে মনে করেছিলুম বোধহয় ভালো মাছ, ভেতরে এসে দেখি একটা শুক্‌নো পচা মাছ। ছিঃ, কি দুর্গন্ধ! এও আবার কেউ খায়? নাম কর্‌তেই আমার বমি আসে।

—তা'হ'লে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এস না?

—অনেক চেষ্টা তো কর্‌লাম কিন্তু কিছুতেই যে বেরুতে পাচ্ছি না।

—ভেতরে গিয়েছিলে কি ক'রে?

—উপরের ঐ ছ্যাঁদাটা দিয়ে।

—তা'হ'লে ওদিক দিয়েই বেরিয়ে এস না?

—হাজার বার তো লাফালাম কিন্তু ছ্যাঁদাটা তো কিছুতেই ঠিক ক'রে ধরতে পার্‌ছি না।—এই কথা ব'লে গল্‌দাচিংড়িটা আরও বার কতক এপাশ ওপাশ উপরে নীচে লাফাল, কিন্তু কিছুতেই বেরিয়ে আস্‌তে পার্‌ল না। পূর্ব্বের মত সব চেষ্টাই নিষ্ফল হ'য়ে গেল এবং ব'সে ব'সে হাঁপাতে লাগ্‌ল।

নান্‌কু জল-কুমার, কাজেই গল্‌দাচিংড়ির চেয়ে বুদ্ধিও

তা'র অনেক বেশী। সে একটু ভেবে বল্‌লে—ঠিক হয়েছে, এক কাজ কর, আমি উপরের ছ্যাঁদা দিয়ে একটা হাত ভেতরে গলিয়ে দিচ্ছি, তুমি লাফিয়ে উঠে আমার হাতটা ধ'রে ফেল্‌বে। তা'হ'লেই আমি টেনে তোমাকে বাইরে বের্‌ ক'রে নিয়ে আস্‌তে পার্‌ব।

গল্‌দাচিংড়ি নান্‌কুর পরামর্শ শুনে খুব খুসী হ'ল এবং মুক্তির আশায় আনন্দিত হ'য়ে উঠ্‌ল।

নান্‌কু উপরের ছ্যাঁদা দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিতেই গল্‌দাচিংড়ি নান্‌কুর হাত ধর্‌বার জন্যে লাফাতে যাবে এমন সময় একটা শব্দ শুনে দু'জনেই চেয়ে দেখ্‌ল, একটা ভোঁদড় ছুটে তা'দের দিকেই আস্‌ছে। নান্‌কু তা'কে চিন্‌তে পার্‌ল—এ তা'র পদ্মবনের পরিচিত সেই ভোঁদড়।

ভোঁদড়টা দূর হ'তে নান্‌কুকে চিন্‌তে পেরেই চেঁচিয়ে ব'লে উঠ্‌ল—সেমন মাছের কাছে আমাদের কথা লাগানোর মজা এখনি দেখিয়ে দিচ্ছি, জল-কুমার! আর লাগাতেহবে না।—এই কথা ব'লে ভোঁদড়টা ছুটে আস্‌তেই, নান্‌কু ভয়ে তাড়াতাড়ি খাঁচার ভেতরে ঢুকে পড়্‌ল।

ভোঁদড়টাও ছুটে এসে হাঁ ক'রে সেই ছ্যাঁদা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছে দেখে গলদাচিংড়িটা তাড়াতাড়ি তা'র লম্বা লম্বা ধারালো শুঁড় দিয়ে ভোঁদড়ের নাকে বেশ শক্ত ক'রে চেপে ধর্‌ল।

ভোঁদড়টা ভেতরে ঢুকেই গলদাচিংড়িকেও চেপে ধর্‌ল। খাঁচার ভেতরেই ভোঁদড় আর গলদাচিংড়ির বেশ যুদ্ধ বেধে গেল। ভোঁদড় গলদাচিংড়িকে কামড়িয়ে দিতে লাগ্‌ল এবং গল্‌দাচিংড়ি ভোঁদড়কে আঁচড়িয়ে আঁচড়িয়ে সমস্ত শরীর দিয়ে রক্ত বের্‌ ক'রে দিল। কেউ কাউকে ছাড়ে না, দু'জনই সমান। একবার ভোঁদড় উপরে উঠ্‌ছে, আবার গল্‌দাচিংড়ি তা'কে চিৎ ক'রে ফেল্‌ছে। এই ক'রে ক'রে দু'জনেই গড়াগড়ি যেতে লাগ্‌ল।

নান্‌কু এই অবসরে বেরুবার উত্তম সুযোগ দেখে তাড়াতাড়ি উপরের ছ্যাঁদা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। নান্‌কুর বন্ধু গলদাচিংড়ি যে তা'র আজ প্রাণ বাঁচিয়েছে—তা'কে সে এই বিপদে ফেলে চ'লে যেতে পার্‌ল না। সে ছ্যাঁদা দিয়ে হাত বাড়িয়ে গলদাচিংড়িকে ডেকে

বল্‌লে—চ'লে এস বন্ধু, ভোঁদড়টা ওখানে প'ড়ে থাক।

—একে শেষ না ক'রে আমি কিছুতেই যাচ্ছি না।—এই ব'লে গল্‌দাচিংড়ি ভোঁদড়কে আরও জোরে জোরে খাঁমচড়িয়ে দিতে লাগ্‌ল।

ভোঁদড়টা গল্‌দাচিংড়ির সঙ্গে এবার পেরে উঠ্‌ল না, আস্তে আস্তে অবশ হ'য়ে এল। অবশেষে রক্তাক্ত শরীরে গল্‌দাচিংড়িকে ছেড়ে মাটিতে এলিয়ে পড়্‌ল।

—ভোঁদড়টা তো দেখ্‌ছি শেষ হ'য়ে গেছে। এখন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এস, তা' না হ'লে জেলেরা খাঁচা তুলে নিতে এলে তুমি আট্‌কা প'ড়ে যাবে।—এই কথা ব'লে নান্‌কু হাত বাড়িয়ে অপেক্ষা কর্‌তে লাগ্‌ল।

গল্‌দাচিংড়ি তাড়াতাড়ি ভোঁদড়ের শরীরে আরও ঘা কতক বেশ ক'রে বসিয়ে দিয়ে নান্‌কুর হাত ধ'রে বিজেতার আনন্দে বুক ফুলিয়ে বেরিয়ে এল।

গলদাচিংড়িটা বাইরে বেরিয়ে আস্‌তেই জেলেরা খাঁচা তুলে নিল। মৃত ভোঁদড়টা ভেতরেই প'ড়ে রইল।

গলদাচিংড়ি খুব বেঁচে গেছে দেখে দুই বন্ধু বেশ আনন্দ কর্‌তে কর্‌তে সেখান থেকে চ'লে গেল।

[৬]

নান্‌কু একদিন ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে এক প্রবালের পাহাড়ের কাছে এসে উপস্থিত হ'ল। ছোট ছোট প্রবাল-কীটেরা বৎসরের পর বৎসর পরিশ্রম ক'রে এই বাসা তৈরী করে। এগুলি এক একটা বড় বড় পাহাড়ের মত হয়। সে জন্যেই তা'দের বাসাকে প্রবালের পাহাড় বলে। প্রবালের পাহাড় দেখ্‌তে যেমন সুন্দর তেম্‌নি মজবুত। অনেক সময় বড় বড় জাহাজ এই পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লেগে চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে যায়।

নান্‌কু উপরের দিকে চেয়ে দেখ্‌ল, তারই মত একটি বালক সেই পাহাড়ের উপর ব'সে খেলা কর্‌ছে ; তাকে দেখেই নান্‌কু বুঝ্‌তে পার্‌ল, এ নিশ্চয়ই জল-কুমার— তাই আস্তে আস্তে সেই বালকটির কাছে যেতে লাগ্‌ল।

জল-কুমার নান্‌কুকে দেখ্‌তে পেয়ে ব'লে উঠ্‌ল,—

তুমিও দেখ্‌ছি আমাদের মত একজন জল-কুমার! এত দিন কোথায় ছিলে? আর তো তোমাকে দেখেছি ব'লে মনে হয় না! নূতন এলে বুঝি?—

এই ব'লে জল-কুমার আনন্দে নান্‌কুর দিকে ছুটে গিয়ে তা'কে জড়িয়ে ধ'রে নাচ্‌তে সুরু ক'রে দিল।

দু'জনে নাচ্ছে

—আমি অনেকের কাছে তোমাদের কথা শুনেছি; কিন্তু রাস্তার কথা কেউ বল্‌তে পারে নি! আজ ঘুর্‌তে

ঘুর্‌তে এই প্রথম তোমাকে দেখ্‌তে পেলুম—অন্য সব জল-পরীরা কোথায়?

—এখানেই আছে; ঐ যে তা'রা আস্‌চে।

নান্‌কু দেখতে পেল, হাজার হাজার জল-পরী তা'দের দিকেই ছুটে আস্‌ছে। কেউ নান্‌কুর চেয়ে বড়, কেউ

সকলেই নাচ্‌তে লাগ্‌ল

তা'র সমবয়সী আর সকলে ছোট; কিন্তু সকলের পোষাক একরূপ—তা'রই মত ফুট্‌ফুটে সুন্দর চেহারা।

তা'রা এলে পর নান্‌কুর সঙ্গী তা'র পরিচয় বল্‌তেই

সকলে এক সঙ্গে নান্‌কুকে জড়িয়ে ধ'রে আনন্দে লাফালাফি কর্‌তে লাগ্‌ল, সকলে তা'কে নিয়ে বাসার দিকে রওনা হ'ল।

নান্‌কুর আনন্দ ধরে না। এতদিন সে কত কষ্টেই না দিন কাটিয়েছে, আজ তা'র কত খেলার সাথী, আর তা'রা কত সুন্দর!

সকলে নান্‌কুকে নিয়ে আনন্দ কর্‌তে কর্‌তে বাড়ি এসে পৌঁছল। জল-পরীদের বাড়ি হ'ল আলো-দ্বীপে।

[৭]

অন্যান্য জল-পরীরা নান্‌কুর এই নিষ্ঠুর ব্যবহার দেখে তা'কে তিরস্কার কর্‌ত—জল-কুমার, এসব খারাপ কাজ আর ক'রো না, তা'হ'লে বড় পরীর নিকট ভয়ানক সাজা পেতে হবে। সে ভয়ানক রাগী।

কিন্তু নান্‌কু এ সব কথায় মোটেই কান দিত না, আপন মনে তা'র যা-ইচ্ছে তাই কর্‌ত।

তা'রপর সত্য সত্যই একদিন বড় পরী এল, সকল

জল-পরীরাই সার বেঁধে এক জায়গায় শান্ত-শিষ্ট ভালো ছেলের মত দাঁড়িয়ে রইল, নান্‌কুও সার বেঁধে তা'দের সঙ্গে ঘিরে দাঁড়াল।

বড় পরী কাছে আস্‌তেই নান্‌কু দেখ্‌তে পেল, সে যেম্‌নি লম্বা-চওড়া, তেম্‌নি কদাকার। নাকের ডগায় এক জোড়া মস্ত বড় চশমা ঝুল্‌ছে। এক হাতে একটা বড় থলে, তা'তে যেন কি ভর্ত্তি আছে। অপর হাতে একখানা সরু বেত লিক্ লিক্ কর্‌ছে। পরীর এমন অদ্ভুত চেহারা দেখে নান্‌কুর ভয়ানক হাসি ভিতরেই শুকিয়ে গেল। সে গম্ভীর হ'য়ে পরী কি কর্‌ছে, তা' দেখ্‌তে লাগ্‌ল।

বড় পরী এক এক জনকে ভালো ক'রে একবার দেখে থলে থেকে রসগোল্লা, পান্তুয়া, সন্দেশ, লাড্‌ডু আরও কত কি মিষ্ট—নান্‌কু তা'দের নামও জানে না—হাতে ভর্ত্তি ক'রে দিয়ে বিদায় দিতে লাগ্‌ল। এসব দেখে নান্‌কুর জিভ্‌ থেকে জল গড়িয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল। প্রতীক্ষায় রইল কখন তা'র পালা আস্‌বে। এইরূপে এক এক জনকে

বিদায় ক'রে পরী সর্ব্বশেষে নান্‌কুর কাছে এসে উপস্থিত হ'ল। নান্‌কুর তখন কি আনন্দ!

বড় পরী নান্‌কুর নিকট এসেই তাড়াতাড়ি থলে থেকে কি একটা বার্ ক'রে নান্‌কুর মুখে পূরে দিল। সে

অদ্ভুত পরী

মিষ্টি মনে ক'রে মুখ বন্ধ করতেই তা'র মুখে ভয়ানক লেগে গেল—এ তো মিষ্টি নয়!—এ যে শক্ত একটা কি!

নান্‌কু তাড়াতাড়ি মুখ থেকে সেটা বের্ ক'রে দেখে এক

টুক্‌রা পাথর। পাথরের চাপে তা'র মুখ কেটে রক্ত বেরিয়ে পড়্‌ছিল; সে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে পরীর দিকে চেয়ে ব'লে উঠ্‌ল—আপনি ভয়ানক নিষ্ঠুর।

—আর তুমিই বা কিসে কম! ছোট ছোট জীব-জন্তুদের উপর যখন তুমি অত্যাচার কর, তখন কি তা'রা এর চেয়ে বেশী কষ্ট পায় না?

—আপনাকে কে বল্‌ল?

—আমার জান্‌তে কিছু বাকী থাকে না; কে কি করে, আমি সব জান্‌তে পারি। এখন থেকে পোকা-মাকড়দের প্রতি ভালো ব্যবহার ক'রো। তা'দের আর কষ্ট দিও না, তা'হ'লে আমিও আর তোমার মুখে পাথর দেব না।

—তা'দের কষ্ট দিলে কি ক্ষতি হয়, তা' তো আমি বুঝ্‌তে পারি না?

—এ সব কাজ অন্যায়, এ কথা যদি তুমি বুঝ্‌তে না পার, তা'হ'লে তোমার বিশেষ দোষ নেই।

—আপনি বড় নির্দ্দয়?

—মোটেই না; আমিই তোমার প্রকৃত বন্ধু; দুষ্ট

লোকদের শাসন করি তা'দেরই ভালোর জন্যে, আমি তা'দের শাস্তি দিয়ে খুব আমোদ পাই, তা' মনে ক'রো না। তা'রা খারাপ হ'য়ে আছে দেখে যেমন দুঃখ বোধ হয়, শাস্তি দিয়ে এর চাইতেও অনেক দুঃখ অনুভব করি। কিন্তু বাধ্য হ'য়ে আমাকে এ কাজ কর্‌তে হয়, কারণ দুষ্ট লোকদের ভালো করাই আমাদের কাজ, আর তা'দের ভালো দেখ্‌লেই আমার আনন্দ। আমাকে খুব কুৎসিৎ দেখ্‌চ—না?

নান্‌কু কিছু উত্তর কর্‌ল না, চুপ্‌ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। বড় পরী আবার বল্‌তে সুরু কর্‌ল—আমি পরীদের ভেতর সকলের চেয়ে কুৎসিৎ। সমস্ত লোক যখন ভালো হ'য়ে উঠ্‌বে—অপরের ভালো ভিন্ন মন্দ কেউ কর্‌বে না,—সৎপথে সাধু-জীবন যাপন কর্‌বে—তখন আমি সকল পরীর চেয়েও সুন্দরী হ'য়ে উঠ্‌ব। কাজেই যেখান থেকে সে আরম্ভ করেছে সেখানে আমার শেষ, আর যেখান থেকে আমার আরম্ভ সেখানে তা'র শেষ।

তা'রপর একটু থেমে বড় পরী আবার বল্‌তে সুরু

কর্‌ল—এখন দেখ, অনভিজ্ঞ ডাক্তার-কবিরাজ, যা'রা রোগীকে অন্যায় মতো ঔষধ দিয়ে, ভালো রূপ যত্ন না ক'রে মেরে ফেলেছে, তা'দের কি শাস্তি দেই!—এই কথা ব'লে তিনি ডাক্তার-কবিরাজদের ডেকে পাঠালেন।

তা'রা এসে সার বেঁধে দাঁড়াতেই বড় পরী এক এক জন ক'রে সকলের দাঁতগুলি তুলে নিলেন। তা'দের মুখ দিয়ে দর্ দর্ ক'রে রক্ত ঝর্‌তে লাগ্‌ল। তা'রপর বড় পরী তাড়াতাড়ি তা'দের মুখে সোনামুখী পাতার রস এবং খানিকটা ক'রে লবণ-মিশানো জল ঢেলে দিতেই তা'রা মুখটা একবার ক'রে বেঁকিয়ে সেখান থেকে ছুটে পালাল।

বড় পরী এবার অসাবধান ধাত্রী, নির্দ্দয় স্কুল-মাষ্টার—এসবদের একে একে ডেকে সাজা দিয়ে বিদায় ক'রে দিতে লাগ্‌লেন। এসব দেখে নান্‌কুর মনে প'ড়ে গেল সর্দ্দারের কথা—সেও তো এখানে থাক্‌তে পারে?

নান্‌কুর কিছু জিজ্ঞেস্ কর্‌তে ভয় কর্‌লেও পরীর মুখে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসি দেখে সাহস ক'রে ব'লে

ফেল্‌ল—আপনি কি নির্দ্দয় প্রভু—যেমন আমার সর্দ্দার সাজা দিয়ে থাকেন ?

—নিশ্চয় ; কিন্তু তা'রা এখানে থাকে না, এখান হ'তে অনেক দূরে আর এক জায়গায় বাস করে। সপ্তাহে একদ্দিন ক'রে আমাকে সেখানেও যেতে হয়, আমি এখন চল্‌লাম। এখন থেকে ভালো হ'য়ে চ'লো, আস্‌ছে সপ্তাহে আমার ছোট বোন আস্‌বে, তা'র কাছে সব কথা ভালো ক'রে বুঝে নিও—জল-পরীদের সঙ্গে খেলা কর গিয়ে।—

এই কথা ব'লে বড় পরী নান্‌কুর হাতে অনেক রকমের মিষ্টি দিয়ে সেদিনের মত চ'লে গেলেন। সর্দ্দার তাঁ'কে দেখ্‌তে পাবে না জেনে আনন্দিত হ'য়ে মিষ্টিগুলি খেতে খেতে শপথ ক'রে ফেল্‌ল—এখন থেকে নিশ্চয় ভালো হ'য়ে চল্‌ব।

* * *

দেখ্‌তে দেখ্‌তে সাতদিন কেটে গেল ; নির্দ্দিষ্ট দিনে ছোট পরী এসে হাজির হ'ল। নান্‌কু দেখ্‌ল, সত্যি সে অপূর্ব্ব সুন্দরী, এমন সুন্দরী সে জীবনে কখনো দেখে নি !

ছোট পরীকে দেখে সেবারের মত কেউ গম্ভীর হ'য়ে রইল না; সকলেই ছুটোছুটি ক'রে তা'কে গিয়ে জড়িয়ে ধর্‌ল। সকলেই এসেছে, কিন্তু নান্‌কু দাঁড়িয়ে আছে দেখে ছোট পরী জিজ্ঞেস্ কর্‌ল—ও বুঝি নূতন এল?

সকলে এক সঙ্গে চেঁচামেচি ক'রে ব'লে উঠ্‌ল—হ্যাঁ, সে নূতন জল-কুমার।

ছোট পরী নান্‌কুর কাছে গিয়ে তা'কে কোলে তুলে নিল এবং আদর ক'রে অনেক কথা জিজ্ঞেস্ কর্‌ল। তা'রপর সেবারের মত একটা থলে থেকে নানা রকম মিষ্টি বের্ ক'রে সকলকে দিতে লাগ্‌ল। এবার অবশ্য নান্‌কুই সকলের আগে পেল, কারণ এখন সে ভালো হয়েছে। সকলের মিষ্টি খাওয়া শেষ হ'লে পর ছোট পরী সকলকে নিয়ে এক গাছ-তলায় বসে নানারূপ গল্প বল্‌তে লাগ্‌ল।

গল্প শুন্‌তে শুন্‌তে নান্‌কু ছোট পরীর কোলেই ঘুমিয়ে পড়্‌ল। ঘুম থেকে জেগে দেখ্‌ল—দিন শেষ, গল্প

বলা শেষ হ'য়ে গেছে। অন্য সকলের নিকট ছোট পরী এখন চ'লে যাবে শুনে নান্‌কু ছোট পরীর দিকে চেয়ে ব'লে উঠ্‌ল—আপনি চ'লে গেলে আমাকে এমন ভাবে আদর কর্‌বার কেউ থাক্‌বে না; আমার বড় কষ্ট হবে। আপনি ।কিছুতেই যেতে পাবেন না।

—আমাকে যেতেই হবে, এক দিনের বেশী আমার থাক্‌বার অধিকার নেই; তুমি যদি এখন থেকে ভালো হ'য়ে চল, আর জীব-জন্তুদের কষ্ট যদি না দেও, তা'হ'লে আমি মাঝে মাঝে আস্‌ব, ভালো ভাবে না চল্‌লে আমাকে আর পাবে না।

[৮]

অনেকদিন পর্য্যন্ত নান্‌কু বেশ ভালো হ'য়ে চল্‌ল। তা'কে ভালোভাবে চল্‌তে দেখে পরীরা বেশ খুসী হ'য়ে উঠ্‌ল, এবং সকলের চেয়ে বেশী আদর-যত্ন কর্‌তে লাগ্‌ল।

সুখ-স্বচ্ছন্দে থাক্‌লে অনেক সময় মানুষ বেশী দিন ভালো হ'য়ে চল্‌তে পারে না। সুখ-স্বচ্ছন্দের সঙ্গে সঙ্গে

ছোট পরী আকাশে উড়্‌ল

তা'র নানারূপ লোভ বেড়ে যায় এবং তাতে অধঃপতনের দিকে নেমে পড়ে। নান্‌কুরও সেই অবস্থা হ'ল।

নান্‌কু একদিন ভাব্‌ল—যাই কয়েকটা খেয়ে আসি গিয়ে। কত মিষ্টি প'ড়ে আছে, এর ভেতর থেকে দু'-চারটে খেলে কেই-বা টের পাবে?

রওনা হ'য়ে ও ভয় পেয়ে গেল, যাওয়া আর হ'ল না।

দ্বিতীয় বারও রওনা হ'ল, কিন্তু সেবারও সে ভয় পেয়ে ফিরে গেল। তৃতীয় বার লোভই তার জয়ী হ'ল। সে ভয়কে এক পাশে ঠেলে রেখে বেরিয়ে পড়্‌ল।

এই ভাবে খাবার সব শেষ ক'রে পেছনে ফিরে দেখ্‌লে, বড় পরী চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। বড় পরীকে দেখেই নান্‌কু ভয়ে শাদা হ'য়ে গেল, কিন্তু তাকে কিছু বল্‌ছে না দেখে সে আস্তে আস্তে বেরিয়ে ছুটে পালাল।

পরদিন বড় পরী এসেছে শুনেই নান্‌কুর ভয় হ'ল, এখনই তো বড় পরী তার চুরির কথা সকলের নিকট ব'লে তা'কে শাস্তি দেবে।

তাই একটা কিছু হবে, তা' না হ'লে সাজার পরিবর্ত্তে

এমন মিষ্টি দেবে কেন ? এই কথা ভেবেই নান্‌কু আনন্দিত হ'য়ে উঠ্‌ল, তাড়াতাড়ি অন্য সকলের মতো মিষ্টিগুলি মুখে পূরে দিল।

পরের সপ্তাহে ছোট পরী এসেছে শুনেই নান্‌কু সকলের সঙ্গে ছুটোছুটী ক'রে তা'র কাছে গিয়ে কোলে উঠ্‌তে চাইতেই ছোট পরী দুঃখ ক'রে ব'লে উঠ্‌ল—জল-কুমার, তোমার গা-ময় যে কাঁটা, তোমাকে কোলে নেব কেমন ক'রে ?

নান্‌কু শরীরের দিকে চেয়ে শিউরে উঠ্‌ল, সত্যই তো, তা'র সমস্ত শরীরই যে কাঁটাময় ! সূঁচ ফেল্‌বারও যায়গা নেই। সে বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ল, এ সব কেন উঠেছে, তাই ভয়ে, লজ্জায় সেখান থেকে ছুটে পালাল এবং এক নির্জ্জন স্থানে ব'সে দুঃখে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল।

পর সপ্তাহে বড় পরী এসে সকলের সঙ্গে নান্‌কুকে মিষ্টি দিতেই সে সেগুলি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কাঁদতে কাঁদ্‌তে ব'লে উঠ্‌ল—আমি আর ওসব চাই না। আমার মিষ্টি খাওয়ার সাধ মিটে গেছে, আমাকে এখন কি শাস্তি দেবেন তাই দিন।

বড় পরী তখন সকলের কাছে নান্‌কুর চুরি ক'রে মিষ্ট

খাওয়ার কথা সব ব'লে ফেল্‌ল। তা'রপর নান্‌কুর দিকে ফিরে বল্‌ল—তুমি যে সত্য কথা বল্‌তে পেরেছ, এতেই তোমার শাস্তি হ'য়ে গেছে। অন্যায় ক'রে দোষ স্বীকার করার চেয়ে বড় শাস্তি আর নেই। অন্যায় বুঝ্‌তে পেরে যে তোমার অনুতাপ এসেছে।

—ক্ষমা ক'রে শীঘ্র এই রোগ থেকে আমাকে মুক্ত ক'রে দিন; তা' না হ'লে কেউ যে আমায় ভালোবাস্‌বে না; সকলেই নাক সিট্‌কিয়ে চ'লে যাবে!

—এ রোগ তুমি নিজেই ইচ্ছে ক'রে এনেছ, সুতরাং তুমিই সারিয়ে নেবে। আমি এক জন শিক্ষয়িত্রী পাঠিয়ে দেব। তা'র কাছ থেকে জেনে নিও কি কর্‌লে এই রোগ হ'তে মুক্ত হওয়া যায়।—

এই কথা ব'লেই বড় পরী সেখান হ'তে চ'লে গেলেন।

পরদিন বড় পরী একটি সুন্দর, প্রায় তারই সমবয়সী বালিকাকে নিয়ে এসে তা'কে দেখিয়ে ব'লে উঠ্‌লেন—এই জল-কুমার যা'তে ভালো ভাবে চল্‌তে পারে, তা' তোমাকে সর্ব্বদা দেখ্‌তে হ'বে।

বালিকা মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতেই বড় পরী চ'লে গেল দেখে নান্‌কু বুঝ্‌তে পারল—এই তা'র শিক্ষয়িত্রী। নান্‌কুর পূর্ব্বের ভয় কেটে গেল, কিন্তু সে দুঃখ ও লজ্জায় কেঁদে ফেল্‌ল।

বালিকার শিক্ষায় কিছু দিনের মধ্যেই নান্‌কু রোগ হ'তে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হ'য়ে পূর্ব্বের চেহারা ফিরে পেল। বালিকা প্রত্যেক রবিবার কোথায় চ'লে যেত, সে দিন ছোট পরী এসে বালিকার স্থান অধিকার করত।

বালিকা একদিন ব'লে উঠ্‌ল—জল-কুমার, আমি তোমাকে চিন্‌তে পেরেছি, তুমি ঝাড়ুদার ছিলে। অনেক দিন আগে এক দিন তুমি ঝাড়্‌ দিতে দিতে ভুলে আমার কোঠায় গিয়ে হাজির হ'য়েছিলে। আমি তোমাকে দেখে ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌তেই বাড়ীর লোক-জন তোমাকে চোর মনে ক'রে তাড়া করে। ছুট্‌তে ছুটতে তুমি নদীতে প'ড়ে যাও। পরে তোমার নামও জান্‌তে পেরেছিলুম। তোমার নাম নান্‌কু, ঠিক কি-না?

—হ্যাঁ, আমিও তোমাকে চিন্‌তে পেরেছি। যাকে দেখে

আমি অবাক হ'য়ে চেয়ে ছিলুম। কিন্তু তোমার নাম কি তা' তো আমি জানি না!

—আমার নাম হ'ল গৌরী।...

*   *   *   *

এর পর অনেক বছর নান্‌কু আর গৌরী একত্রে সুখে কাটিয়ে দিল।

একদিন হঠাৎ এক ছোট পরীর কাছে নান্‌কু মেরু-প্রদেশের কথা শুন্‌ল।

[৯]

দিন নেই রাত নেই, নান্‌কু কেবল চল্‌ছেই।

এইরূপে অনেক দিন—কত দিন তা' নান্‌কু বল্‌তে পারে না—চলার পর এক দিন পাখীর রাজা গরুড় পাখীর সঙ্গে তা'র দেখা হ'ল।

অনেক দিন চলার পর পাখীরা নান্‌কুকে মেরু-প্রদেশের সীমানায় পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিয়ে ফিরে গেল।

মেরু-প্রদেশ চারদিক বরফে আচ্ছন্ন, এগুবার পথ

মোটেই নেই, তবুও নান্‌কু অতিকষ্টে এগিয়েই চল্‌ল; একা একা কতদূর যাওয়ার পর নান্‌কু বড় পরীকে হঠাৎ সাম্‌নে দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে ব'লে উঠ্‌ল—আপনি এখানে? এত সুন্দর হয়েছেন?'

—আমাকে যে সব জায়গায়ই থাক্‌তে হয়, জলকুমার! এতে আশ্চর্য্য হ'বার কি আছে? আমাকে এত সুন্দর দেখে আরও আশ্চর্য্য হ'য়ে উঠেছ, না? কিন্তু আমি তো তোমাকে অনেক দিন আগেই বলেছিলুম, কুৎসিত আমার আরম্ভ, সুন্দর আমার শেষ। তুমি সর্দ্দারের সাথে দেখা করতে এসেছ? চল আমার সঙ্গে। এখনও ঝড়ুয়ার কিছু-মাত্র পরিবর্ত্তন হ'ল না, তা'কে দেখ্‌লে আমার বড় দুঃখ হয়।—এই কথা ব'লে বড় পরী নান্‌কুকে নিয়ে এক অন্ধকার ঘরের ভিতর ঢুকে পড়্‌ল।

ঘরের এক পাশে সর্দ্দারকে বেঁধে রেখেছে, আর আশে-পাশে কয়েকটা সাপ কিল্‌-বিল্‌ করছে দেখে নান্‌কু ভয়ে চেঁচিয়ে ধড়্‌ফড়িয়ে উঠ্‌তেই চেয়ে দেখে, সম্মুখে সর্দ্দার একখানা বেত হাতে।

—বেটা নবাব-পুত্র কোথাকার, এতক্ষণ ধ'রে ডাকাডাকি কর্‌ছি, ঘুমই ভাঙ্গে না। সকাল সকাল নূতন কাজে যেতে বলেছিলুম, তাই বুঝি আজ আট্‌টায় নবাব-পুত্রের ঘুম
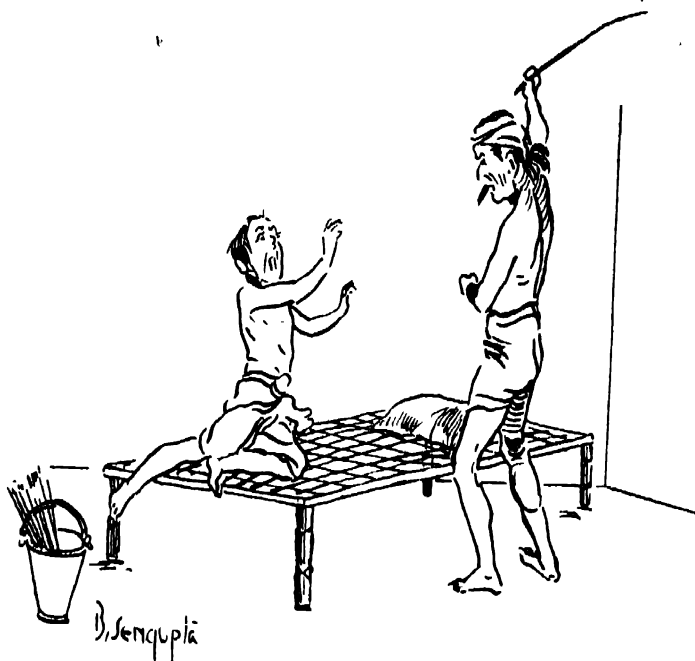
চাবুক হাতে সর্দ্দার

ভাঙ্‌ল! এস এখন মজা দেখাচ্ছি।—এই কথা ব'লে সর্দ্দার নান্‌কুর পিঠে সপাং সপাং ক'রে চাবুক লাগাতে লাগ্‌ল।

নান্‌কু প্রথমটা বুঝ্‌তেই পার্‌ল না ব্যাপার কি! সে যে এই মাত্র বড় পরীর সাথে মেরু-প্রদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল!

এখন এ কি আবার! সে যে সেই আস্তাকুঁড়ের বিছানায়! আর সর্দ্দার তা'র পিঠে চাবুক মার্‌ছে? নান্‌কু ভাব্‌ল, সে নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখ্‌ছে।

মার খেয়ে খেয়ে অসহ্য যন্ত্রণায় আর চুপ ক'রে থাক্‌তে না পেরে নান্‌কু ডাক ছেড়ে চেঁচাতে সুরু কর্‌ল। সর্দ্দারও অবশেষে ক্লান্ত হ'য়ে মার থামিয়ে নিজের কাজে গেল।*

* সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজী লেখক Kingsly-রচিত Water Baby হইতে।